আপনার জিজ্ঞাসা

জবাব দিয়েছেন

মাওলানা মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

মোহাঃ আব্দুল ওয়াদুদ, দেউলী, ঝিকরগাছা, যশোর

প্রশ্ন-১: আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর দুই রাকাত (সুন্নত) সালাত ছাড়া আর কোনো সালাত নেই। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, সুবহি সাদিকের পর থেকে ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ছাড়া আর কোনো সালাত নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘকাল ধরে ফজরের সুন্নাত সালাতের পর উমরী কাযা সালাত আদায় করে আসছি। তাহলে উল্লিখিত হাদীসের আলোকে এ উমরী কাযা সালাত কি আদায় করা যাবে না? সম্ভবতঃ মাসিক মদীনায় বহু পূর্বে জেনেছিলাম হারাম সময় ব্যতীত আর যে কোনো সময় কাযা সালাত আদায় করা যাবে। বিষয়টি বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর: অনেক আলিমের মতে, উমরী কাযা বলতে শরীয়তে কিছু নেই। যার অতীত জীবনে অনেক সালাত বাদ রয়ে গিয়েছে সে তার সেসব সালাতের জন্য খাটি মনে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করবে এবং বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে। এতেই তার সে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। যারা উমরী কাযার পক্ষে মত প্রকাশ করেন তাদের মতে সুবহি সাদেকের পর তথা ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর কাযা সালাত আদায় করা যাবে। মূলত এ ওয়াক্তে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ছাড়া অন্য কোনো নফল ও সুন্নাত আদায় করা নিষেধ। ফরয আদায় করা নিষেধ নয়। আপনি যেই কাযা সালাত আদায় করে আসছেন তাতো ফরয সালাত। সুতরাং এ ওয়াক্তে তা আদায় করা যাবে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

আবুল কালাম, মগবাজার, ঢাকা

প্রশ্ন-২: আমি বর্তমানে অসুস্থ। দাঁড়িয়ে রুকু সিজদা করে নামায পড়তে পারি না। বসে ইশারায় নামায পড়ি। সুস্থতার সময় আমার কিছু নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। আমি জানতে চাচ্ছি যে, ঐ নামাযগুলো এখন এ অবস্থায় কাযা করলে তা আদায় হবে? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: জ্বী, সুস্থ অবস্থার কাযা নামায অসুস্থ অবস্থায়ও আদায় করা যায়। তাই এখন যেভাবে সম্ভব সেভাবে আদায় করতে পারবেন। এতেই কাযা আদায় হয়ে যাবে।

মোঃ মিজানুর রহমান, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

প্রশ্ন-৩: আমার এক বন্ধু বড় বিপদে আছেন। শেষ বয়সে এসে বড়ই বিপদগ্রস্ত। তিনি সালাত, সাওম, কুরআন পাঠ, যিকির, নফল সালাত ইত্যাদি যথাযথ পালন করেন। কিন্তু আল্লাহ্ কবুল করছেন না। বড়ই অস্থির, দুঃচিন্তাগ্রস্ত আছেন। যুবক বয়সী তার একটি ছেলে হঠাৎ মারা গেল, সে ছিল ভালো স্বভাবের, ভালো ছাত্র। কিন্তু অন্য যুবক ছেলে বেঁচে আছে যে কিনা বখাটে, বাবা মায়ের কথা শুনে না। সালাত, সাওম ইত্যাদি পালন করে না এবং খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে। এ মা-বাবা কিভাবে এ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর: আল্লাহ্ তা'আলা যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন। এটাই মু'মিনের আক্বীদা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল চাইতে শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সব কিছুই অবগত, তাই পরকালের বিবেচনায় ইহকালে যদি কোনো আশা পূরণ নাও হয় বুঝতে হবে এরই মধ্যে কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত। মহান আল্লাহ্‌র উপর সর্বাবস্থায় তুষ্ট থাকতে হবে। আমরা যা চাই তা যদি পাই তাহলে আমরা দুনিয়া নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়বো যে আল্লাহ্ তা'আলাকেই ভুলে যাবো এবং পরকাল হারিয়ে ফেলবো। অনেক সময় দেখা যায় মু'মিন বান্দারা বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকে। এতে ঘাবড়াবার বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে না জানিয়ে কোনো কিছুই বান্দার উপর চাপিয়ে দেন না। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের পরীক্ষার কথা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন। বিপদ-আপদ মু'মিনের পরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভাল আর যদি উত্তীর্ণ নাও হওয়া যায়, এটাতো নিশ্চিত হওয়া গেল আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের খাতায় নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। উত্তীর্ণ হবার সহজ পথও আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন। সে উপায় হলো ধৈর্যধারণ করা। শুধু ধৈর্যধারণ করলেই সাফল্য। চিন্তার কারণ নেই। মানুষ যা চায় তা কি সে পায়? সবটাই পায় না; কিছু কিছু পায় আর কিছু কিছু পায় না। তার চাওয়াটা পূরণ হলে সে খুশি হয় আর চাওয়াটা না পেলে সে ধৈর্যহারা হয়ে হতাশের আগুনে জ্বলতে থাকে। কেউ কেউ আল্লাহ্ তা'আলা কে দোষারোপ

পর্যন্ত করে ফেলে। নাউযুবিল্লাহ! মানুষ স্থুলবুদ্ধি আর স্বল্প দৃষ্টির অধিকারী। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ সে। কী বুঝবে মহান আল্লাহ্‌র হিকমত? আল্লাহ্ তা'আলার কোনো কাজই হিকমত ছাড়া নয়। মানুষকে অবশ্যই নিজের অক্ষমতা বুঝতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা র কুদরত বুঝার ক্ষমতা ক'জনার আছে? মানুষের চাওয়ার পিছনে রয়েছে নফসের খায়েশ, শয়তানের ফেরেব, দুনিয়ার মুহব্বত, অজ্ঞতা ও অলসতা। সব মিলিয়ে মানুষ খুবই দুর্বল। তবে যদি কেউ এই দুর্বলতা কাটিয়ে অগ্রসর হতে পারে সে তো অনেক শক্তিধর।

প্রশ্ন-৪: 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ' (যার দোআ আল্লাহ্ কবুল করেন) এ রকম আলেম-ওলামা, ঢাকা শহরে যারা আছেন। কয়েকজনের নাম ঠিকানা জানাবেন।

উত্তর: মহান আল্লাহ্ তা'আলা কার সব দোআ কবুল করেন সেই বিষয়টি আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। বর্তমান সময়ে কারা 'মুস্তাযাবুদ দাওয়াহ' তা আমাদের জানা নেই।

প্রশ্ন-৫: স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ কথা শুনেন না। কিভাবে কি দোআ করলে তারা বাধ্যগত হবে- জানাবেন। কুরআনের আলোকে জানাবেন।

উত্তর: আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সৎকর্ম ও সংশোধন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না, বরং তাদের সন্তানাদি ও স্ত্রীদের আমল সংশোধন ও আমল উন্নত করার চেষ্টা করেন। কারণ, মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা গোটা পরিবারের আমলকে উন্নত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। পাশাপাশি মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য দোআও শিখিয়েছেন। দোআটি হলো 'রাব্বানা- হাবলানা- মিন আযওয়াজিনা- ওয়া যুররিইয়্যা-তিনা- কুররাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজআ'লনা- লিলমুত্তাক্বিনা ইমা-মা। 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর। সুরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৭৪। অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ আরেকটি দোআ শিখিয়ে বলছেন, 'রব্বী আওযি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতি আনআমতা আলাইয়া, ওয়াআলা ওয়ালিদাইয়া, ওয়াআন আ'মালা স-লিহান তারদা-হু, ওয়াআসলিহ লী ফী যুর্য়িয়্যাতি, ইন্নী তুবতু ইলাইকা, ওয়াইন্নী মিনাল মুসলিমীন'। অর্থাৎ হে আমার রব, আমাকে সামর্থ দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা–পিতার উপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মাঝে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ১৫। আল্লাহ্ তা'আলা আরেকটি দোআ শিখিয়ে অপর এক আয়াতে বলেন, 'রব্বিজআলনী মুকীমাস সলা-তি ওয়ামিন যুররিয়্যাতি, রব্বানা ওয়াতাকব্বাল দোআই'। অর্থাৎ হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও, হে আমাদের রব, আর আমার দোআ কবুল করুন। সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০। এছাড়াও নিজের ভাষায় তাদের সংশোধন ও হেদায়াতের জন্য দোআ করা যেতে পারে।

আব্দুর রজ্জাক, দক্ষিন টুটপাড়া, খুলনা

প্রশ্ন-৬: সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত পাঠের বিশেষ কোনো ফযীলত আছে কি না?

উত্তর: জ্বি না, এ দু'টি আয়াতের ফযীলত সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোনো হাদীস নেই। এর ফযীলত সংক্রান্ত যেসব হাদীস রয়েছে তার কোনোটি জাল, কোনোটি খুবই দুর্বল, কোনোটি ভিত্তিহীন। কাজেই বিশেষ কোনো সাওয়াবের নিয়তে এটি তিলাওয়াত করা যাবে না। কুরআনের অন্যান্য সাধারণ আয়াত তিলাওয়াত করলে যেই সাওয়াব হবে এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করলে একই সাওয়াব হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন-৭: তারাবির সালাতে প্রতি চার রাকাত পরে বসে যে দোআটি পড়া হয়ে থাকে তা কিছু কিছু লোকে বলে থাকেন বিদ'আত। আসলে কি তাই? যদি তাই হয়, তা হলে ঐ সময় কী পড়া উচিত বা আদৌ কিছু পড়া উচিত কি না?

উত্তর: তারাবির প্রতি চার রাকাত পরপর যে দোআটি পড়া হয় তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। কুরআন ও হাদীসের কোথাও এর অস্তিত্ব নেই। এমনকি ফিকহের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবেও এর কোনো আলোচনা নেই। সুতরাং এ দোআটি মানুষের বানানো দোআ। এটি আমল করা যাবে না। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা

প্রশ্ন-৮: আমার এলাকার এক মাওলানা বলেছেন, পশু মরে গেলে তার চামড়া খোলে বেচা হারাম। অথচ মাসিক মদীনায় এক উত্তরে পেয়েছি তা হালাল। কোনটি সঠিক? অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর: মৃত পশুর চামড়া যদি প্রসেসিং করে শুকিয়ে তা ব্যবহারের যোগ্য করে তারপর বিক্রি করা হয় তাহলে তা বেচা-কেনা জায়িয। আর যদি প্রসেসিং করা ছাড়াই তা ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে না। সুতরাং আপনার এলাকার মাওলানা সাহেব যে মাসআলা দিয়েছেন তা ঠিকই আছে। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, মৃত পশুর চামড়া খোলে বিক্রি করা জায়িয নয়। যদি তা বিক্রি করতেই হয় তাহলে তা খোলে প্রসেসিং করে শুকিয়ে ব্যবহারের উপযোগী করে তারপর বিক্রি করতে হবে। আর মাসিক মদীনায় হালাল বলা হয়েছে মূলতঃ প্রসেসিং করার পরের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ডা: জাবের আলসাফা, মানিকগঞ্জ

প্রশ্ন-৯: হজ্জ পালনের জন্য স্বামী এবং স্ত্রী একসাথে যাওয়া, থাকা ও খাওয়ার হুকুম কি? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর: স্বামী-স্ত্রী একসাথে হজ্বে যাওয়া খুবই উত্তম কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজ্জ করেন তখন তার সাথে তার সকল স্ত্রীগণ ছিলেন। সুতরাং স্ত্রীকে নিয়ে হজ্জ করতে পারা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। হজ্জ বা উমরার নিয়তে ইহরাম বাধার পর স্বামী-স্ত্রী একসাথে একই রুমে থাকতে পারবে, একই বেডে ঘুমোতে পারবে, একসাথে খেতে পারবে, বিমানে পাশাপাশি বসতে পারবে– এগুলোতে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে হ্যাঁ, ইহরামে থাকাবস্থায় যৌন আচরণমূলক কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না। যেমন, চুম্বন, আলিঙ্গন, সহবাস ইত্যাদি। উমরার ইহরাম থেকে যখন হালাল হয়ে যাবে তখন ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তখন স্বামী-স্ত্রী তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবে।

ফাহিম আহমেদ অয়ন

প্রশ্ন-১০: একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল বলে দিন যা আমি সবসময় করতে পারি।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কেউ উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি লোকটির অবস্থার পরিপেক্ষিতে জবাব দিতেন। অর্থাৎ যার মধ্যে যে আমলের ঘাটতি থাকতো সে অনুযায়ী তিনি উত্তর দিতেন। এজন্য দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেক জনকে একই প্রশ্নের উত্তরে একেক রকম আমল বাতলে দিয়েছেন। আপনার সাথে তো আমার পরিচয় নেই। আর দূর থেকে বুঝতেও পারছি না আপনার মাঝে কোন আমলের ঘাটতি আছে। তাই আমি যেই আমলটি আপনাকে দিব তা আপনার ক্ষেত্রে কতটুকু যথাযথ হবে বিষয়টি বুঝা কঠিন। আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতে আদায়ের পাশাপাশি প্রতিদিন তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন-১১: চার রাকাত ফরয সালাতে ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলালে কি সাহু সাজদা দিতে হবে?

উত্তর: জ্বি না, এ অবস্থায় সাহু সাজদাহ করা লাগবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোনো সাহাবীর আমল থেকে দেখা যায় যে, তারা কখনো কখনো তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য আয়াতও পড়েছেন। কিন্তু সাহু-সাজদাহ করেননি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

জনৈক প্রশ্নকর্তা, ভোলা

প্রশ্ন-১২: আমার পরিচিত এক লোক যে কোনো এক মামলার ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য রাজি হয়। আমি তাকে বারবার বারণ করার পরও সে আমার কথা মানছে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যে হারাম তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে সে জানতে চেয়েছে। আশা করি আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ।

উত্তর: মিথ্যা সাক্ষ্য কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। কোনো ইমানদার ব্যক্তি এ ধরণের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা কখনো মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না । মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়'। সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭২। যুগ যুগ ধরে প্রকৃত ঈমানদারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, 'আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জ্বিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি

তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর'। সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১১২। আজকে আমাদের সমাজে নানাভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা অপবাদ দেয়ার প্রবণতা বেড়েই চলছে। একজন অপরজনকে ঘায়েল করার জন্য এ দু'টি মানবতাবিরোধী কাজ অহরহ চলছে। মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে হয়ত সাময়িক লাভবান বা আনন্দিত হওয়া যায়, কিন্তু এর ভয়াবহ পরিণাম দুনিয়াতে যেমনি রয়েছে, তেমনিভাবে আখেরাতেও রয়েছে কঠিন শাস্তি। এসব থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'সুতরাং মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা কথা পরিহার কর'। সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩০। মিথ্যা সাক্ষ্য শিরক সমতুল্য গুনাহ। আল্লাহ্ তা'আলা শিরক ছাড়া সব ধরণের গুণাহ ক্ষমা করবেন। হাদীসে এসেছে, 'একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসে ছিলেন এ অবস্থায় তিনি সাহাবাদের বললেন, বড় গোনাহ সম্পর্কে কি আমি তোমাদের বলব? সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ বলুন। রাসূলূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হল কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করা তথা শিরক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা। অতঃপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, একথা তিনবার বললেন। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৪। তাছাড়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কারণে ভাল কোনো আমল আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। এ বিষয়ে রাসূলূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ এবং মূর্খতা পরিত্যাগ করতে পারল না, তার রোযা রেখে শুধুমাত্র পানাহার বর্জনে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৫৭। অর্থাৎ তার সাওম কবুল হবে না।

প্রশ্ন-১৩: পাগলের উপর যাকাত ফরয কি না? পাগলের সম্পদের তো কেউ না কেউ অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক থাকে। সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ককে পাগলের পক্ষ হতে তার সম্পদ হতে যাকাত আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর: পাগল ও বাচ্চার সম্পদের উপর ইমাম আবু হানিফার মতে যাকাত নেই। তবে অন্যান্য ইমামগণের মতে, তাদের সম্পদেরও যাকাত আছে। তার তত্ত্বাবধায়ক সেটা থেকে যাকাত আদায় করে দিবে। কারণ, যাকাতটি সম্পদের ওপর ফরয হয় ব্যক্তির ওপর নয়। সুতরাং নিসাব পরিমাণ মালের মালিক যেই হোক, তার ওপর যাকাত ফরয হবে। আর এটিই অধিক শক্তিশালী মত বলে মনে হয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হাসিবুর রহমান, ময়মনসিংহ

প্রশ্ন-১৪. সফর এর কাযা নামায কি সফর এর মত?

উত্তর: সফরের ফরজ সালাত মুকীম অবস্থায় আদায় করলেও কছর করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে সালাতের কাজা নেই। ঘুমের মধ্যে সালাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার আগেই ঐ সালাত আদায় করতে হবে। সালাতের কথা ভুলে গেলে এবং সময় পেরিয়ে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে ঐ সালাত আদায় করে নিতে হবে। অন্য কোন ওযর শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সালাতের কথা ভুলে যাওয়ার কারণে বা ঘুমিয়ে পড়ার কারণে যার সালাত ছুটে গেল সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেয়। আবু দাউদ : ৪৩৫।

প্রশ্ন-১৫: বর্তমানে বেশিরভাগ ব্যাংক সুদভিত্তিকভাবে পরিচালিত। এসব ব্যাংকে হিসাব খুলে টাকা রাখা মানেতো অবৈধ কাজে সাহায্য করা। অবৈধ কাজে সাহায্য করাতো নিষেধ। এখন করনীয় কি?

উত্তর: সুদী কারবারে সহযোগিতার নিয়তে নয় বরং শুধুমাত্র টাকা হেফাযতের উদ্দেশ্য কারেন্ট একাউন্ট খোলে তাতে টাকা রাখা জায়েয। ব্যাংকে জমাকৃত সবটাকাই সুদে লাগানো হয় এরূপ ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ, ১. ব্যাংক কারেন্ট একাউন্টে ডিপোজিতকৃত সকল টাকা ব্যবহারে আনে না। বরং তাতে সঞ্চিত অর্থের একটা বড় অংশ আলাদা করে রেখে দেয়। যাতে করে কারেন্ট একাউন্ট হোল্ডারদের সার্বক্ষণিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। কাজেই কোনো একাউন্ট হোল্ডার একথা সুনিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, তার টাকাই সুদী কারাবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। বরং উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২. ব্যাংকের ইনভেস্টের (অর্থায়ন) অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। যার সবগুলো হারাম নয়। বরং অনেক জায়েয ক্ষেত্রও রয়েছে। কাজেই কোন হিসাবধারী একথা নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, তার জমাকৃত অর্থ কোনো নাজায়েয কারাবারে খাটানো হয়েছে।

৩. সুদবীহিন ঋন বা করজ একটি শরীআতসম্মত লেনদেন। আর মুদ্রার হুকুম হল তা সহীহ আকদসমূহে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। তাছাড়া গ্রাহক যখন ব্যাংককে ঋণ দেয় তখন উক্ত টাকা ঐ বাক্তির মালিকানা থেকে বের হয়ে ব্যাংকের মালিকানায় প্রবেশ করে। অতঃপর ব্যাংক ঐ টাকার দ্বারা যে কারবার করে তা উক্ত ব্যক্তির কারবার হিসেবে ধর্তব্য হবে

না। বরং ব্যাংকের নিজস্ব কারবার হিসেবে পরিগণিত হবে। কাজেই ব্যাংকের কারবারকে উক্ত ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না। ৪. গোনাহের সাহায্য করা বা কারণ হওয়া যদিও হারাম তবে ওলামায়ে কেরাম এর কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। যদি সর্বপ্রকার কারন নিষিদ্ধ করা হয় তবে মানুষের জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। যেমন কেউ চাউল কিনতে এলে দোকানদার একথা চিন্তা করল সে এই চাউল খেয়ে চুরি করতে পারে। এমনটি হলে তো তার পক্ষে চাউল বিক্রি করা সম্ভবই হবে না। বরং দুনিয়ার কোন কাজই জায়েয থাকবে না। কাজেই গোনাহের কারনকে নিকটবর্তী ও দুরবর্তীতে বিভক্ত করতে হবে। আর সুদী কারবারের সহযোগী নিয়ত ব্যতীত কারেন্ট একাউন্ট টাকা রাখা সরাসরি সুদী কারবারে সহযোগিতার মত নয়। বিশেষ করে যখন উপরে উল্লেখিত সম্ভাবনাগুলো রয়েছে। ফিকহী মাকালাত ৩/৩২-৩৮। কাজেই সুদী কারবারের নিয়ত ব্যতীত প্রয়োজনবশত কারেন্ট একাউন্ট খোলা ও তাতে টাকা রাখা জায়েয। প্রয়োজন না হলে না রাখাই উত্তম। আর সুদী কারবারের সহযোগিতার নিয়ত থাকলে কারেন্ট একাউন্টেও টাকা রাখা নাজায়িয।

আব্দুর রশীদ রানা, গোপালগঞ্জ

প্রশ্ন-১৬. আমি স্বপ্নে দেখেছি একটি মেয়ে সাদা কাপড় পরে আমার কক্ষে প্রবেশ করেছে। ঐ মেয়েকে ক'দিন আগে আমার ছেলের বিয়ের জন্য দেখে এসেছি। এখন আমি কি করব?

উত্তর: স্বপ্নের অর্থ বা তা'বীর আমাদের জানা নেই। কে জানেন তাও জানিনা। স্বপ্ন ৩ রকম হতে পারে। ১. ভাল স্বপ্ন যা কিনা আল্লাহ্‌র সাহায্যে দেখা যায়। ২. খারাপ স্বপ্ন যা কিনা শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ দেখে। ৩. নিরর্থক স্বপ্ন যা কিনা শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতাজনিত কারণে মানুষ দেখতে পারে। খারাপ স্বপ্ন দেখে বামদিকে থু থু দেয়া এবং শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। স্বপ্ন কাউকে না বলা এবং স্বপ্নের সম্ভাব্য ভাল জিনিস আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া এবং সম্ভাব্য মন্দ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতে হয়।

প্রশ্ন-১৭: সরকারের বিদ্যুৎ বিল এর সিষ্টেম হলো, ৭৫ ইউনিট এর কম ব্যবহার করলে ৩ টাকা করে ইউনিট, আর ৭৬ ইউনিট থেকে ২০০ ইউনিট ব্যবহার করলে ৫ টাকা করে। আমরা যেখানে থাকি সেখানে অনেকেই এ পরিমাণের টাকা দিতে পারে না। তখন চুরির আশ্রয় নেই। মিটার ছাড়া সরাসরি লাইন এনে কিছু লাইট ফ্যান ব্যবহার করি, সেটা কি জায়িয হবে।

আসসালামু আলাইকুম। আমি জানতে চাচ্ছি, সরকার বিদ্যুৎ বিল নিয়ে যে আমাদের সাথে জুলুম করছে, সেক্ষেত্রে মিটার ছাড়া ডাইরেক্ট লাইন নিয়ে যদি বাসায় কিছু লাইট ফ্যান ব্যবহার করি তাহলে তা জায়েজ হবে কি?

উত্তর: বিষয়টি বুঝার আগে কয়েকটি বিষয় বুঝে নিন।

১. সরকার পরিচালিত হয় মূলত জনগণেরই ট্যাক্স, ভ্যাট ও বিভিন্ন বিলের টাকায়। সেই হিসেবে জনতার সার্ভেন্ট সরকার। জনগণের বেতনভুক্ত কর্মী। ২. জনগণকে যেসব সার্ভিস সরকার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়, তা পরিচালনা করতে অনেক অর্থ সম্পদের প্রয়োজন। যা সরকার জনগণ থেকে সেবার মূল্য হিসেবে গ্রহণ করে নির্বাহ করে থাকে।

৩. সরকারী সম্পদের একক মালিকানা কারো নেই। খোদ সরকারে থাকা ব্যক্তিদেরও নেই। তা বাংলাদেশের সকল মানুষের সম্পত্তি। আপনিতো অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সরকারকে ঠকাচ্ছেন না, অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছেন কোটি মানুষের সম্পদকে। কারণ এসবের একক মালিক সরকার নয়। এ দেশের সকল মানুষ। তাই এভাবে অবৈধ পন্থায় বিদ্যুৎ লাইন নেয়া এবং তা ব্যবহার করা কিছুতেই বৈধ হবে না। তবে যদি বিল ন্যায্যহীন হয়ে থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে নিয়মমাফিক আবেদন করা উচিত। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আদায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন। কর্তৃপক্ষকে চাপ সৃষ্টি করে বিল কমানোর ব্যবস্থা করুন। বৈধ পন্থায় তা চেষ্টা করুন। কিন্তু অবৈধভাবে, অন্যায়ভাবে বিদ্যুৎ সুবিধা ব্যবহার করা জায়েজ হবে না। একটি জুলুমের প্রতিবাদ আরেকটি জুলুম বা অন্যায় দিয়ে হতে পারে না। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৮। প্রতিটি সরকারই মূলত জনগণের সেবক। যদিও অনেক সরকার সেবক না হয়ে প্রভূত্বের আসনে বসতে চায়। সেটি ভিন্ন বিষয়।

প্রশ্ন-১৮: চাকুরী না থাকলে বা অবিবাহিত হলেও কি যাকাত আদায় করতে হবে? যদি করতে হয় তবে কত টাকায় কি পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ, চাকুরী না থাকলেও বা অবিবাহিত হলেও যদি যাকাত পরিমাণ টাকা থাকে তাহলে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। বিয়ের সাথে যাকাতের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থের সাথে যাকাতের সম্পর্ক। সাড়ে সাত তোলা বা তার বেশি স্বর্ণ

থাকলে অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা তার বেশি রৌপ্য থাকলে এবং ১ বছর পর্যন্ত যদি এগুলো কারও কাছে থাকে তাহলে বছর শেষে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে। আর টাকার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমতুল্য টাকার মালিককে যাকাত আদায় করতে হয়। আর যাকাতের নিয়ম হচ্ছে শতকরা আড়াই টাকা হারে ৪০ ভাগের এক ভাগ হিসেবে যাকাত আদায় করতে হয়।

মোঃ সোহেল, ধানমন্ডি, ঢাকা

প্রশ্ন-১৯. ইয়া আল্লাহ্ ইয়া মুহাম্মদ পাশাপাশি লিখে রাখা হয় এটা কি ঠিক?

উত্তর: ঠিক নয়। ইয়া আল্লাহ্ ইয়া মুহাম্মদ পাশাপাশি লিখে রাখা ঠিক নয়। এটি সমর্থনযোগ্য নয়। আল্লাহ্ এবং রাসূল (সা.) আমাদের শ্রদ্ধা ভালবাসার সর্বোচ্চ হকদার। আল্লাহ্ হচ্ছেন স্রষ্টা। আর সব কিছুই সৃষ্টি। মুহাম্মদ (সা.) নিজেও সৃষ্টি। তিনি স্রষ্টার কোন অংশ নন। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিকে তুলনা করা যায় না। সৃষ্টি জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানব জগতে নাবী-রাসূলরাই শ্রেষ্ঠ আর নাবী রাসূলদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা.) শ্রেষ্ঠ নাবী। এ সব কিছুর পরেও আল্লাহ্র সমকক্ষ তিনি নন। তিনিও আল্লাহ্র বান্দা। ঐভাবে পাশাপাশি করে দেখলে শিরকের গোনাহ হবে। নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মানিকগঞ্জ

প্রশ্ন-২০: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচিত অনেক ফাস্ট ফুডের কোম্পানি রয়েছে যেগুলোতে ফ্রোজেন মুরগী দিয়ে বিভিন্ন খাবার তৈরী করা হয়। তাই শরীয়তের আলোকে ফ্রোজেন মুরগী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলে অনেক উপকৃত হতাম।

উত্তর: হালাল প্রাণী খাওয়া হালাল হবার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত: আল্লাহ্র নামে জবাই করা। যদি আল্লাহ্র নামে জবাই না করা হয়, তাহলে প্রাণীটি হালাল হবার পরও জবাই শরয়ী পদ্ধতিতে না হওয়ায় তা খাওয়া জায়েজ হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়নি, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১২১। আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ওহী নাজিল হবার আগে জায়েদ বিন নুফাইল এর সাথে 'আসফালি বালদাহ' নামক স্থানে সাক্ষাৎ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দস্তরখান বিছানো হয়। আর কিছু গোশত উপস্থিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর জায়েদ বলেন, আমি সে প্রাণী খাই না, যা তোমরা মূর্তির নামে জবাই কর। আমি শুধু ঐ প্রাণীই ভক্ষণ করি যার উপর আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়েছে। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮২৬, ৩৬১৪। দ্বিতীয় শর্ত: প্রাণীটিকে অস্ত্র দ্বারা জবাই করতে হবে। অন্য কোনো পদ্ধতিতে হত্যা করলে তা খাওয়া যাবে না। যেমন– গলাটিপে হত্যা, গুলি করে হত্যা ইত্যাদি। আবায়া বিন রিফায়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে একাংশে তার দাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করেন– 'আমরা কি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে প্রাণী জবাই করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, যে প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত করা হয়, আর তাতে বিস্‌মিল্লাহ বলা হয়, তা খাও'। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৭৫,২৯১০, ৫৪৯৮,৫১৭৯। আদী বিন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমাদের মাঝে কেউ শিকারের প্রাণী ধরে। তারপর তার কাছে ছুড়ি না থাকে, এমতাবস্থায় সে কি কাঁচ ও লাকড়ির কঞ্চি দিয়ে জবাই করতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেটা দিয়ে চাও রক্ত প্রবাহিত কর। আর রক্ত প্রবাহিত করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়ে নাও। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮২৪। এ দু'টি শর্ত থাকতেই হবে। এর কোনোটি যদি পাওয়া না যায় তাহলে সেই প্রাণী খাওয়া জায়িয নেই। তৃতীয় শর্ত: প্রাণীটির সামনের দিক থেকে জবাই করা। এবং কমপক্ষে তার তিনটি রগ কর্তন করা। চতুর্থ শর্ত: প্রাণীটির গর্দান একেবারে আলাদা না করা। প্রাণী জবাইয়ের ক্ষেত্রে এ চারটি শর্তের সবগুলো থাকলে খুবই উত্তম কথা। শেষের দু'টি শর্ত পালন করা সুন্নাত। কোনো কারণে এগুলো পালন করা সম্ভব না হলেও সে প্রাণীটি খাওয়া বৈধ।

প্রশ্ন-২১: বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মেশিনের মাধ্যমে প্রাণী জবাই করে থাকে। যাতে মেশিনের সুইচ টিপলে এক সাথে অনেকগুলো প্রাণীর মাথা আলাদা হয়ে যায়। মেশিনের মাধ্যমে জবাই করার বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন।

উত্তর: মেশিনে জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া জায়িয হওয়ার জন্য ৩টি বিষয় জরুরী। ১. জবাইকারী মুসলিম বা খৃষ্টান কিংবা ইয়াহুদী ধর্মানুসারী হতে হবে। নাস্তিক বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী হতে পারবে না। ২. জবাইয়ের সুইচে চাপ দিলে জবাইয়ের জন্য নির্ধারিত প্রাণীর গলা/ গর্দান কাটতে হবে। অন্য অঙ্গ কাটতে পারবে না। যেমন পেট ইত্যাদি। ৩. সুইচে

চাপ দেবার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলতে হবে। এ পদ্ধতিতে সুইচে টিপে জবাই করলে বিস্‌মিল্লাহ বলে সুইচে চাপ দেবার পর একসাথে যে ক'টি প্রাণীর গলায় ছুরিটি চলবে, সেই কয়টি প্রাণী হালাল হবে। এর পরে যদি আবার কোনো প্রাণীর গলায় ছুরি চলে তাহলে তার জন্য আলাদা বিস্‌মিল্লাহ বলতে হবে। উদাহরণত: বিস্‌মিল্লাহ বলে সুইচে চাপ দেবার পর মেশিনে ফিট করা বিশটি ছুরি একই সাথে বিশটি মুরগী জবাই করে দিল। তাহলে উপরোক্ত বিশটি মুরগী খাওয়া হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু এ বিশটি জবাই হবার পর আরো বিশটি জবাই হল, যার জন্য বিস্‌মিল্লাহ বলা হয়নি। তাহলে উপরোক্ত বিশটি জায়েজ হবে না। যদি বারবার সুইচ চাপতে হয় জবাই হবার জন্য, আর প্রতিবারই বিস্‌মিল্লাহ বলা হতে থাকে, আর একই সাথে গলায় ছুরি আসতে থাকে, তাহলে উক্ত জবাই বিশুদ্ধ বলে ধর্তব্য হবে। কিন্তু যদি সিরিয়াল অনুপাতে আসে। তথা বিস্‌মিল্লাহ বলে সুইচ চাপার পর প্রথমে একটি জবাই হয়, তারপর আরেকটি হয়, এভাবে হতে থাকে, তাহলে কেবল প্রথমটির জবাই শুদ্ধ হবে। বাকিগুলো হবে না। কারণ প্রথমটির ক্ষেত্রে বিস্‌মিল্লাহ শেষ হয়ে গেছে। বাকিগুলো বিস্‌মিল্লাহ ছাড়া জবাই হবার কারণে হারাম হয়ে যাবে। শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর তাহকীক অনুযায়ী বর্তমানে প্রচলিত মেশিনের মাধ্যমে মুরগী জবাইয়ের বিষয়ে অনেকগুলো খারাবী রয়েছে। যেমন– এক. কিছু জবাইখানায় মুগরীটি জবাই করার আগে কারেন্টযুক্ত ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ভিজানো হয়। এর মাধ্যমে এ সম্ভাবনা থাকে যে, জবাই করার আগেই মুরগীটি মরে যাবে। কারণ বিশেষজ্ঞের মত হল, এ কারেন্টর কারণে ৯০ ভাগ মুরগীরই শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। দুই. অধিকাংশ সময় মেশিনে ফিট করা ঘুর্ণায়মান ছুরি মুরগীর গলার রগ কাটার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো ছুরিটি মুরগীর গলা পর্যন্ত পৌঁছে না। যার ফল মুরগীর গলা একেবারেই কাটে না, কিংবা অল্প কাটে যদ্দারা জবাই শুদ্ধ হয় না। তিন. মেশিনী ছুরির মাঝে প্রতিটি জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা সম্ভব হয় না। আর ছুরি ঘুরার সময় পাশে দাঁড়িয়ে বিস্‌মিল্লাহ বললেও তা বিস্‌মিল্লাহ বলে সাব্যস্ত হয় না। চার. যে গরম পানি দিয়ে মুরগীটিকে অতিক্রম করতে হয়। এখানে যে মুরগীর গলা কাটেনি, বা রগ কাটেনি, তা গরম পানিতে অতিক্রম করার দ্বারা মরে যায়। উপরোক্ত চারটি খারাবীর উপর চিন্তা ফিকির করার পর প্রতিভাত হল যে, এ খারাবীগুলো দূর করা কঠিন নয়। এভাবে জবাই করার মাঝে কয়েকটি সংস্কার সাধন করলে তা শরীয়ত সিদ্ধ হয়ে যাবে। ১ম সংস্কার: ঠাণ্ডা পানিতে কারেন্টের শকড না দেয়া হোক। কিংবা এ বিষয়টি সুনিশ্চিত হতে হবে যে, তারা এতে কারেন্টের শকড দেয় কি না? কিংবা এর দ্বারা মুরগী মরে যায় কি না? ২য় সংস্কার: মেশিন থেকে ছুরি বের করে দিতে হবে। যেখানে জবাইয়ের ছুরি চলতো, সেখানে কয়েকজন ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দিবে, মুরগীটি যখন মেশিনে ঘুরে ছুরিটির কাছে আসবে, তখন সেখানে দাঁড়ানো মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহু আকবার বলে তার গলা কেটে দিবে। এভাবে করলে হারামের কোন সম্ভাবনা বাকি থাকবে না।

৩য় সংস্কার: যে গরম পানি দিয়ে মুরগীটি অতিক্রান্ত হয়, তা মুরগী মারা যেতে পারে পরিমাণ গরম না হতে হবে। উপরোক্ত তিনটি সংস্কার উক্ত মেশিনী জবাইতে প্রয়োগ করলে মেশিনের মাধ্যমে জবাইকৃত মুরগী হালাল হবে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। ফিক্বহী মাকালাত, ৪/২৭৯-২৮১। যারা জায়েজ পদ্ধতিতে জবাই করছেন। তারপর প্যাকেটজাত করছেন। নিশ্চয় তাদের সরবরাহকৃত মুরগী বৈধ হবে। আর যারা করছেন না, তাদেরটা বৈধ হবে না। এখন প্রশ্ন হল, কোন কোম্পানী করছে, আর কোনটি করছে না? এটি আসলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যাচাই করে নিতে হবে। আরেকটি বিষয় হল, মুসলিম কোম্পানী বা কিতাবী ধর্মাবলম্বী কোম্পানী থেকে এমন পণ্য এলে এবং তাতে হালাল হবার বিষয়টি লিখা থাকলে তা ভক্ষণ করাতে কোন সমস্যা নেই। যদি না তাতে হারাম কিছু থাকা বা হারাম পদ্ধতিতে জবাই করার বিষয়টি প্রবল ধারণা না হয়। কিন্তু কিতাবী ছাড়া মুশরিক যেমন হিন্দু ইত্যাদি কোম্পানীর জবাইকৃত মুরগী হলে তা ভক্ষণ করা যাবে না। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে যদি প্রমাণিত হয় যে, মুরগীটি হারাম পদ্ধতিতে জবাই করা। তাহলে তা খাওয়া জায়েজ নয়। এক্ষেত্রে যদি এছাড়া আর কোন খাবার না থাকে, কোথাও থেকে সংগ্রহ করার সুযোগও না থাকে, তাহলে উক্ত খাবার গ্রহণ ছাড়া যদি জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে তা খাওয়া যাবে। পেট ভরে নয়।, বরং যতটুকু খেলে বেঁচে থাকা যাবে, ততটুকু খাওয়া জায়েজ। বেশি খাওয়া জায়েজ নয়। সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৩।

সুমাইয়া বেগম, মিরপুর, ঢাকা

প্রশ্ন-২২. যাকাত এর অর্থ হিসাব করে ভিন্ন একাউন্ট করে সারাবছর ধরে তা বিতরণ করা যাবে কি?

উত্তর : যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো অনতিবিলম্বে তা আদায় করে দেয়া। শরয়ী কোনো ওযর ছাড়া তাতে দেরী করা সঙ্গত নয়। শরয়ী ওযর বলতে বুঝায় যেমন, যাকাত দেয়ার মতো লোক পাওয়া যাচ্ছে না বা যাদেরকে যাকাত দিব তাদের নিকট পৌঁছার সুযোগ হচ্ছে না, এ ধরনের কিছু হলে ভিন্ন কথা। অন্যথায় যাকাত একাউন্টে জমিয়ে রেখে সারাবছর ধরে তা বিতরণ ঠিক হবে না। শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো কল্যাণকর কাজে বিলম্ব না করে প্রতিযোগিতার সহিত আগে আগে

করা। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করো"। সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১৪৮। তবে হ্যা, আপনি যদি পরবর্তী বছরের যাকাত অগ্রিম হিসাব করে একাউন্টে রেখে সারাবছর ধরে বিতরণ করতে চান সেটি করা যাবে।

প্রশ্ন-২৩: বর্তমানে কিছু রোবট মানুষের আকৃতিতে তৈরী করা হচ্ছে। এগুলো কি মূর্তির পর্যায়ে পরে? ঘরে রাখা যাবে? অনুরূপভাবে শিশুদের খেলনাস্বরূপ যেসব পুতুল মানব আকৃতির বা অন্য প্রানীর আকৃতির সেগুলোর সম্পর্কে বিধান কি?

উত্তর: রোবট মূলতঃ একটি যন্ত্র। যদি সেটি যন্ত্রের পর্যায়ে রাখা হয়, তাহলে তা নির্মাণে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু যদি তাতে মানুষের আকৃতি দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই তা মূর্তির আওতাধীন হয়ে হারাম হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন তখন বাইতুল্লাহর আশে পাশে তিনশ ষাটটি মূর্তি বিদ্যমান ছিল। তিনি প্রত্যেক মূর্তির দিকে হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। সত্য আগমন করেছে আর মিথ্যা না পারে কোনো কিছু সূচনা করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে। সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৪৭৮, ৪২৮৭, ৪৭২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৮১। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় প্রবেশ করে ইবরাহীম ও মারইয়াম (আ.)-এর ছবি দেখলেন। তখন তিনি বললেন, এঁরা তো যাদের চিত্র এই লোকেরা অঙ্কন করেছে আল্লাহ্র এই বিধান শুনেছেন যে, ফেরেশতারা সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যাতে কোনো চিত্র থাকে। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৫১। তবে যদি রোবটের চেহারা তথা চোখ, কান, নাক ইত্যাদির মাধ্যমে মুখের অবয়ব না দেয়া হয়, শুধুই শরীর ইত্যাদির আকৃতি প্রদান করা হয়, তাহলে তা পূর্ণ মানুষের আকৃতি পাচ্ছে না। এক হাদীসে প্রাণীর ছবির মাথা কেটে ফেললে তা বৈধতার পর্যায়ভূক্ত হয় বলে পরিষ্কার এসেছে। সে হিসেবে চেহারাবিহীন রোবটের বৈধতার অনুমতিই অনুমেয় হচ্ছে। মানব বা প্রাণী আকৃতির পুতুল ঘরে ঢুকানো আর মূর্তি প্রবেশ করানো একই বিধান। এসবই হারাম। বাচ্চাদের খেলনাস্বরূপও এসব মানব আকৃতি বা প্রাণীর পুতুল ব্যবহার বৈধ নয়। তবে কাপড় দিয়ে বানানো পুতুল যেগুলোর চোখ, কান, নাক ইত্যাদি দেওয়া হয় না তা দিয়ে খেলা করা বা তা ঘরে রাখা জায়িয। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাপড়ের তৈরী বিভিন্ন প্রকারের পুতুল দিয়ে বাচ্চাদের সাথে খেলা করতেন বলে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করেছিলেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মোহাম্মাদ মীকাইল, রংপুর

প্রশ্ন-২৪. ১০/১১ মাস পূর্বে আমার বাসায় এক জোড়া কবুতর এসে বাসা বেঁধেছে এবং বাচ্চা দিচ্ছে। আমি সে বাচ্চা থেকে খাচ্ছি। এ পর্যন্ত কোনো মালিক এসে কবুতরের দাবি করেনি। যদি গুনাহ হয়ে থাকে তবে এক জোড়া কবুতরের দাম কোনো গরীবকে দান করে দিলে তার বাচ্ছা খাওয়া জায়িয হবে কি? জায়িয না হলে আমার কি করণীয়।

উত্তর: প্রথমে যখন আপনার বাসায় কবুতর বাসা বানিয়েছে তখনই আপনার উচিত ছিল সেগুলোকে আশ্রয় না দেয়া। যেসব প্রাণী ঘুরে ফিরে আহারের ব্যবস্থা করতে পারে সেগুলোকে আশ্রয় দেয়া ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি কেন তাকে আশ্রয় দিচ্ছ, অথচ সে স্বাধীন। পানি ও খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪২৮। মালিকের অনুমতি ছাড়া এগুলোর বাচ্চা খাওয়া বৈধ হচ্ছে না। আপনি এগুলোর মালিককে খোঁজতে থাকুন এবং পেয়ে গেলে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বাচ্চা খেয়েছেন এগুলোর পেছনে আপনার খরচ বাদে সেগুলোর মূল্য তাকে দিয়ে দিলেই হবে। গরীবকে এগুলোর মূল্য দিলেও এগুলোর বাচ্ছা আপনি খেতে পারবেন না। এক বছর খোঁজ করার পর মালিক পাওয়া না গেলে তখন এর মালিক আপনি হয়ে যাবেন। তবে সেক্ষেত্রে কখনো এর প্রকৃত মালিক আসলে খরচ বাদ দিয়ে আপনাকে বাচ্চার মূল্যসহ তা ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন-২৫: নফল বা সুন্নাত নামায বসে আদায় করা যায় কি?

উত্তর : ফরযের ন্যায় সুন্নাত ও নফল সালাতের ক্ষেত্রেও শক্তি থাকলে দাঁড়িয়েই সালাত আদায় করা উত্তম। তবে নফল বা সুন্নাত বসে আদায় করতে চাইলে সে সুযোগও রয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত কিছুটা শিথিলতা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লাভ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলো সে সর্বোত্তম কাজ করলো। আর যে বসে সালাত আদায় করলো তার জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব এবং যে শুয়ে সালাত আদায় করলো তার জন্য বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব" –সুনান ইবনু মাজাহ : ১২৩১।

আলমগীর হায়দার, ফরিদগঞ্জ

প্রশ্ন-২৬: আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন ছাত্র। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে বিনোদনের জন্য আমি ভিবিন্ন ধরনের গল্পের বই যেমন থ্রিলার, প্রেমের উপন্যাস, হরর, ফিকশন, হিস্টোরিক্যাল ইত্যাদি পড়ে থাকি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, বিনোদনের জন্য কি এসব বই পড়া যাবে।

উত্তর: গল্পের বই পড়া জায়েজ হবে কিনা তা নির্ভর করছে এগুলোর বিষয়বস্তুর উপর। এগুলোতে যদি এমন কিছু থাকে যা বাস্তব ও ইসলামের নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক তবে তা পড়া জায়েয হবেনা। বলতে পারেন আমরা কেবল বিনোদনের জন্য, সময় কাটানোর জন্য এগুলো পড়ি। কিন্তু এমন বিনোদনের অনুমতি নেই যেটা হারাম এবং একজন ঈমানদারের জন্য সময় অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ সফল মু'মিনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, 'তারা অনর্থক বিষয় বর্জন করে চলে'। সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন ব্যক্তির ইসলামের পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্যের একটি লক্ষণ হল যে, অনর্থক কথা, কাজ ও চিন্তা-ফিকির ত্যাগ করা। সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ২২৩৯। আর আপনি সাইন্স ফিকশান, হিস্টোরিক্যাল, মিথলোজির কথা বললেন এগুলোতে অনেক সময় কুফরি বিষয় নিয়েও লেখা থাকে যা ইসলামের সাথে সঘর্ষিক। অনেক ক্ষেত্রে তা ঈমান-আকিদা নষ্টের কারণ হয় এবং নাস্তিকতার প্রতি ধাবিত করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদের আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ্র প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। সূরা লোকমান, আয়াত: ০৬। অত্র আয়াতে আগে মহান আল্লাহ্ সৌভাগ্যবান মানুষরা আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা পথপ্রাপ্ত হন এবং তা শ্রবণ করে উপকৃত হন। তাঁদের কথা উল্লেখের পর ঐ সকল দুর্ভাগ্যবানদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্র কুরআন শ্রবণ করা থেকে দূরে থাকে, বরং অসার বাক্যে লিপ্ত থাকে। এখানে 'অসার বাক্য' বলতে গান-বাজনা ও তার সামগ্রী, বাঁশি এবং ঐ সকল যন্ত্র যা মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাস করে দেয়। কেচ্ছা-কাহিনী, রূপকথা, উপকথা, নাটক, উপন্যাস, অশ্লীল ও সেক্সী পত্র-পত্রিকা এবং বর্তমানের রেডিও, অডিও, টিভি, সিডি, ভিসিয়ার, ভিসিপি, ডিভিডি এবং ভিডিও ফিল্ম ইত্যাদিও এর মধ্যে পড়ে। এই সকল বস্তুর মাধ্যমে অবশ্যই মানুষ আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বীনকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের নিশানা বানায়। এ সবের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা সরকার, প্রতিষ্ঠান বা কারখানার মালিক, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, লেখক বা রচয়িতা এবং সংযোজক ও পরিচালকরাও এই কঠোর শাস্তির ভাগী হবে। আল্লাহ্ আমাদের তা থেকে পরিত্রাণ দিন।

প্রশ্ন-২৭: আমার বড় ভাইয়ের ফ্লেক্সিলোডের দোকান। সেখানে বিকাশের লেনদেনও হয়। আমার জানার বিষয় হলো ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিকাশের লেন-দেন জায়েয কিনা?

উত্তর: বিকাশের মাধ্যমে লেন-দেনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে টাকা প্রেরণ ও গ্রহণ। মোবাইল ব্যাংকিং-এর পরিভাষায় যাকে বলা হয় সেন্ড মানি ও ক্যাশ আউট। অর্থাৎ এটিকে ডাক বিভাগের মানিঅর্ডারের সহজ বিকল্প বলা যায়। সেবাটি পেতে হলে প্রথমে কোম্পানির (প্রতিনিধি) এজেন্টদের কাছে গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে একটি একাউন্ট খোলার প্রয়োজন হয়। যদিও টাকা প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য নিজস্ব একাউন্ট না থাকলেও চলে। সেক্ষেত্রে এজেন্টদের মাধ্যমে তা করা যায়। আপনার ভাই যদি এজেন্ট হন এবং ফরম পূরণের কাজ করে থাকেন তাহলে মৌলিকভাবে এতে শরীয়া পরিপন্থী কোনো কিছু এখন পর্যন্ত নেই। একজন মোবাইল একাউন্টধারী তার হিসাব থেকে অন্য একাউন্টধারীর হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণে টাকা পাঠাতে পারে। এটিকে বলা হচ্ছে সেন্ড মানি। নির্ধারিত ফ্ল্যাট রেটে এই সুবিধা দেওয়া হয়। এতেও শরয়ী সমস্যা নেই। ক্যাশ আউট। মোবাইল ব্যাংকিং-এর বহুল ব্যবহৃত সুবিধা এটি। নিজ একাউন্ট থেকে অথবা এজেন্টের কাছে প্রেরিত টাকা উত্তোলনই মোবাইল ব্যাংকিং-এর বিকাশ, এমক্যাশ ইত্যাদির মাধ্যমে সবচাইতে বেশি হয়ে থাকে। ফিকহে ইসলামীর দৃষ্টিতে এটি 'আলইজারাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। 'ইজারা হচ্ছে নির্ধারিত বিনিময়ে নির্ধারিত সেবা বিক্রয় করার নাম। তা শরীয়তে বৈধ। সুতরাং এখানে আপনার ভাই মূল সেবাদাতা-কোম্পানির প্রতিনিধি (অমবহঃ) হিসাবে নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক বা কমিশন নিতে পারে। এটা তার জন্য বৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সার্বিক বিবেচনায় বিকাশের মাধ্যমে টাকা প্রেরণ ও গ্রহণে যদিও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তা যেনো সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সুদভিত্তিক কার্যক্রমে সহযোগিতার পর্যায়ে না হয়, তা লক্ষ্য রাখা উচিৎ। অতএব সেবাদাতা-কোম্পানি বিকাশ যদি সুদভিত্তিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে তাদের কাছে বেশি সময় টাকা গচ্ছিত রাখা উচিৎ নয়। কারণ এতে তারা গ্রাহকের টাকা কিছু সময়ের জন্য হলেও সুদভিত্তিক খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২৮: মোবাইল কোম্পানি থেকে ঋণ নিলে কোম্পানি কিছু বেশী টাকা রাখে। এ ঋণ নেওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর: ঋণপ্রথা বৈধ, যা সুন্নাহ এবং ইজমা ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত। আল-মুগনী, ৬/৪২৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক উষ্ট্রী ধার নেন এবং ফেরত দেওয়ার সময় সেই সমগুণের উষ্ট্রী না পাওয়ায় তার থেকে উত্তম গুণের পুরুষ উট ফেরত দেন এবং বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে উত্তম ঋণ পরিশোধকারী'। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৯০। তবে কোম্পানি প্রতিশ্রুত ঋণের বেশি যদি সার্ভিস চার্য হিসেবে নেয় তাহলে তা শরীয়তে বৈধ রয়েছে। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া এমনিতে যদি বেশি নিয়ে থাকে তাহলে তা জায়েয হবে না। এটা সুদী লেনদেন হয়ে যাবে। আর সুদের অবৈধতা আল-কুরআনের সাতটি আয়াত এবং ৪০ টিরও বেশি হাদিস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

মোসাম্মাত নাজিয়া, ময়মনসিংহ

প্রশ্ন-২৯. আমি বিবাহিতা, বাবার অবস্থা বেশি ভালো না। আমার ছোট বোন লেখা পড়া করে। এ অবস্থায় আমার সম্পদের যাকাতের অর্থ কী আমার ছোট বোনকে দিতে পারবো?

উত্তর : জ্বি, আপনার ছোট বোনকে আপনি যাকাতের টাকা দিতে পারবেন। আপনার সংসারভুক্ত নয় এমন আত্মীয় যেমন আপনার ভাই, বোন, মেয়ে বা নিকট আত্মীয় যদি যাকাত নেয়ার যোগ্য হয় তাহলে তাদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে। দান-অনুদানের ক্ষেত্রে আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতি ইসলামী শরীয়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অনাত্মীয় অভাবীকে দান করলে তা শুধু দানই হবে। আর আত্মীয় অভাবীকে দান করলে দানের পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার সাওয়াবও পাওয়া যাবে। সুনান নাসায়ী: ২৫৮২।

মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, পাবনা

প্রশ্ন-৩০: আমি একটি ব্রডবেন্ড ইন্টারনেট কোম্পানীতে চাকরী করি। আমার কাজের বিবরণ হল: প্রতি মাসের বিল গ্রাহকগণ অফিসে দিয়ে যায় আমি তার হিসাব রাখি। সেক্ষেত্রে এই চাকুরী করা কি জায়েজ হবে? মেহেরবানী করে জানালে উপকৃত হবে।

উত্তর: প্রশ্নে আপনি যে কাজের বিবরণ দিলেন তাতে ব্রডবেন্ড ইন্টারনেট কোম্পানিতে আপনার চকুরিটি আমাদের নিকট বৈধ বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, কোনো প্রতিষ্ঠান যদি এমন হয় যে, তারা যে কাজ করে তা মূলগতঃভাবে হারাম নয় কিন্তু মানুষ এটাকে মন্দ বা হারাম কাজে ব্যবহার করে ফকীহগণ এ ধরণের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা বৈধ বলেছেন। জদীদ ফিকহি মাসাইল, পৃষ্ঠা ২৯৯। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন-৩১: প্রবাসী বা যারা বিবাহের আক্বদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অপারগ, শরিয়ত তাদের জন্য বিবাহের পথ বন্ধ করে দিয়েছে? নাকি বিকল্প কোনো পথ খোলা রেখেছে?

উত্তর: অবশ্যই, শরিয়ত তাদের জন্য একটি নয়, একাধিক পথ উন্মুক্ত রেখেছে। যার কাছে যেটি সহজ এবং বোধগম্য সেটি সে অবলম্বন করতে পারবে। গায়েবানা বিয়ের কয়েকটি পদ্ধতি হলো, এক. বর বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে কনেকে বা কনের নিযুক্ত উকিলকে চিঠি লিখবে। চিঠি কনের বা কনের নিযুক্ত উকিলের হস্তগত হলে শরিয়তসম্মত সাক্ষীদের সামনে ওই চিঠি পাঠ করা হবে। পাঠ শেষে কনে বা নিযুক্ত উকিল ওই মজলিসেই বলবে যে, আমি বা কনের পক্ষে আমি বিবাহ কবুল করলাম। তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। দুই. কনে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বরকে বা বরের নিযুক্ত উকিলকে চিঠি লিখবে। চিঠি বরের বা বরের নিযুক্ত উকিলের হস্তগত হলে শরিয়তসম্মত সাক্ষীদের সামনে ওই চিঠি পাঠ করা হবে। পাঠ শেষে বর বা নিযুক্ত উকিল ওই মজলিসেই বলবে যে, আমি বা বরের পক্ষে আমি বিবাহ কবুল করলাম। তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তিন. প্রবাসীরা দেশে অবস্থিত কাউকে নিজের বিবাহের উকিল নিযুক্ত করে তাকে বলে দেবে যে 'অমুক মেয়ের সঙ্গে তুমি আমার বিবাহ সম্পাদন করে দাও' এরপর ওই উকিল দু'জন শরিয়তসম্মত সাক্ষীর সামনে নিজ মুয়াক্কিলের পক্ষ থেকে সরাসরি কনের সঙ্গে বা কনের পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকিলের সঙ্গে ইজাব-কবুল করে নেবে। চার. অথবা চিঠি বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বর কনেকে বা কনে বরকে নিজের বিয়ের উকিল নিযুক্ত করবে। তখন উকিল বর হোক বা কনে শরিয়ত মোতাবেক সাক্ষীদের সামনে বলবে– তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আমার মুয়াক্কিল অমুকের বিবাহ আমার সঙ্গে সম্পাদন করলাম। তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। প্রবাসীদের জন্য ওপরে উল্লিখিত চারটি পদ্ধতির যেকোনো একটি অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে। তবে তৃতীয় পদ্ধতিটি আমাদের দেশের সমাজের জন্য মানানসই। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

আতীকুল্লাহ, রংপুর

প্রশ্ন-৩২: আসরের সালাতের পর শুনেছি আর কোন সালাত নাই। আবার মসজিদে প্রবেশ করার পর দু'রাকাত সালাত পড়ার গুরুত্ব অনেকেই জোর দিয়ে বলে থাকেন। কোনটি বেশী সুন্নাতের নিকটবর্তী- আসরের পর মসজিদে প্রবেশ করার পর দু'রাকাত স্বলাত পড়বো? না কি না পড়েই বসে পড়তে পারবো?

উত্তর: আসরের পর কোনো সালাত নেই এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; আবার মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকাত পড়ার কথাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলেমগণ এখানে দু'ধরনের মত দিয়ে থাকেন। ১. নিষেধ করার হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ না পড়ে বসে যাওয়া। ২. নিষেধ করার হাদীসকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার হাদীস দ্বারা বিশেষায়িত করে একে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা এবং দু'রাকা'আত পড়া। প্রথমটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক রাহিমাহুমাল্লাহ্ এবং দ্বিতীয়টি ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রাহিমাহুমাল্লাহ্ -এর মত। তবে আমার মতে, মাকরূহ ওয়াক্তে তাহিয়্যাদুল মসজিদ আদায় না করার মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।

আবদুস সাত্তার মোল্লা, মিরপুর, ঢাকা

প্রশ্ন-৩৩: আমি একটি ইট ভাটায় ২০ হাজার ইট ক্রয় বাবদ দুই লক্ষ টাকা দেই। তিন মাস পর সে আমাকে ২০ হাজার ইট দিবে। কিন্তু সে নির্ধারিত সময় ১০ হাজার ইট দেয় আর বলে যে, ভাটায় এখন অনেক চাপ তাই অবশিষ্ট ইট দিতে পারব না। আমাকে বলেছে, আরো এক মাস অপেক্ষা করতে অথবা বাকি ১ লক্ষ টাকা ফেরত নিতে। আমারও টাকা প্রয়োজন। জানতে চাই, এখন কি আমি ঐ টাকা ফেরত নিতে পারব?

উত্তর: আপনি যেহেতু ২০ হাজার ইট বাবদ দুই লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। সে হিসেবে ১০ হাজার ইটের দাম হয় এক লক্ষ টাকা। আর বাকী ১০ হাজার ইটের দাম হয় এক লক্ষ টাকা। কাজেই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে অবশিষ্ট দশ হাজার ইট না নিয়ে আপনার দেওয়া ১ লক্ষ টাকা ফেরত নিতে পারবেন। এর চেয়ে বেশি নেওয়া জায়িয হবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন-৩৪: একজন আলিম বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ৯৯ টি খুন করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। কথাটি কি ঠিক? এ ধরণের কথা বলে বলে পেশাদার খুনীকে আরো বেশি খুনের দিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে নাতো?

উত্তর: আলিম সাহেব হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে যে কথাটি বলেছেন তা যথার্থই বলেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ প্রায় হাদীস গ্রন্থেই এ হাদীসটি এসেছে। বনি ইসরাইলের একজন লোক ছিল যে ৯৯ টি মানুষকে হত্যা করেছিল। সে তওবা করার চিন্তাভাবনা করছিল। তাই সে একজন আবিদের কাছে গেল। সেই লোকটি এই আবিদকে বলল, 'আমি ৯৯ টা মানুষকে হত্যা করেছি। আল্লাহ্ কি আমাকে ক্ষমা করবেন? আবিদ যখন এটা শুনলেন তখন বললেন যে, 'তুমি ৯৯ টা লোককে খুন করেছ! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করবেন না?!।' এখন সেই লোকটা আবিদকে খুন করে ফেলল!! এই লোকটির কাছে মানুষ হত্যা করা এতটাই সহজ, পানির মত। তার সাথে তার মতের মিল হয়নি বলে সে তাকে (আবিদ) মেরে ফেলল! সে তার ফতোয়া পছন্দ করেনি বলে তাকে মেরেই ফেলল! এরপরও সে তওবা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তার অন্তরের ভিতর কিছু অংশ হলেও ভাল ছিল। সুতরাং এ সময়ে সে খোঁজ করলো যে কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সে জানতে পারলো এক আলেম এর কথা। সে সেই আলেমের কাছে গেল এবং বললো, 'আমি ১০০ টা মানুষকে হত্যা করেছি। আল্লাহ্ কি আমাকে ক্ষমা করবেন?' কিন্তু এই আলেম তাকে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার আশা আছে! তুমি যদি তওবা কর তাহলে আল্লাহ্ তা গ্রহণ করবেন যদিওবা তুমি ১০০ টি লোককে হত্যা করেছ। যদি আল্লাহ্ তোমার জন্য তওবার দরজা খুলে রাখেন তবে কে তোমাকে তা থেকে প্রতিরোধ করবে?' যদিওবা এই লোকটি ১০০ টা মানুষকে হত্যা করেছে, আল্লাহ্ তার তওবা করাতে খুশি হবেন। কিন্তু আলেমের ফতোয়া এখানেই শেষ হয়না তিনি আরও বলেন, 'তোমাকে এই শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। এইটা হল খারাপ একটা শহর, আমি চাই যে তুমি এই শহর ছেড়ে অন্য শহরে যাও যেখানে এমন সব লোকেরা রয়েছে যারা আল্লাহ্র ইবাদত করে, ফলে তুমি তাদের সাথে ইবাদত করতে পারবে।' সেই আলেম তাকে তার শহর থেকে অন্য শহরে যেতে বলেছিলেন। তার কথা মত সেই লোক অন্য শহরের দিকে রওনা দিল। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছেমাফিক, সেই লোকটি সেই শহরে পৌঁছানোর আগেই মারা গেল। যখন সে মারা গেল, তখন মৃত্যুর ফেরেস্তারা তার রূহ কবজ করার জন্য আসলেন। যখন একজন ভাল লোক মারা যায় তখন রহমতের ফেরেশতা তার রূহ কবজ করতে আসেন আর যখন একজন খারাপ লোক মারা যায় তখন শাস্তির ফেরেশতা তার রূহ কবজ করতে আসেন। কিন্তু যেহেতু এই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পরিষ্কার ছিলনা, তাই দুই ধরণের ফেরেস্তাদের দলই আসলেন তার রূহ কবজ করার জন্য! এবং সেখানে একটা বিতর্ক জন্ম নিল!! শাস্তির ফেরেশতা বললেন, এই লোক আমাদের, কারণ সে এখনো তওবা করেনি/ কবুল হয়নি! তার সদিচ্ছা ছিল কিন্তু সে সেখানে (অন্য শহরে) পৌছুতে পারেনি। রহমতের ফেরেশতা বললেন, না, সে তওবা করেছে এবং সে সেই শহরে যাওয়ার জন্য রওনা

দিয়ে দিয়েছে! তো দুই দলের ফেরেশতারাই বিতর্ক করছিল যে কারা সেই ব্যক্তির রূহ নিবে। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহুওয়া তা'আলা এই বিতর্ক দূর করার জন্য তাদের কাছে আরেকজন ফেরেশতা পাঠালেন। তিনি তাঁদের বললেন, সে যেখানে মারা গিয়েছে সেখান থেকে উভয় শহরেরই দূরত্ব পরিমাপ কর। যদি তোমরা তাকে তার নিজের শহরের কাছে পাও তবে সে জাহান্নামী আর যদি সে অন্য শহরের (ভাল লোকদের) নিকটবর্তী হয় তবে সে জান্নাতী! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "প্রকৃতপক্ষে সে নিজের শহরের নিকটবর্তী ছিল!!" তাহলে তার স্থান কোথায় হবে? জাহান্নাম!! কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা জমিনকে নির্দেশ দেন, তার (লোকটা) এবং তার নিজের শহরের মধ্যকার দূরত্বকে বিস্তৃত করার এবং তার (লোকটা) ও অন্য শহর (ভাল লোকদের) মধ্যকার দূরত্বকে সংকুচিত করার!! অর্থাৎ তাঁর দেহ মনে হবে ভালো শহরের কাছে, কিন্তু সে মারা গেছে নিজের শহরের কাছে। যখন ফেরেশতারা মাপতে আসলেন তখন তারা সেই ব্যক্তিকে অন্য শহরের (ভালো লোকদের) দিকে নিকটবর্তীরূপে পেলেন এবং আল্লাহ্ সুবহানাহুওয়া তা'আলা তাকে ক্ষমা করলেন এবং তাকে জান্নাতবাসী করলেন, সুবহানাল্লাহ। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭০। এ হাদীসে খুনীদের উৎসাহিত করা হয়েছে– এভাবে না বলে আমরা যদি বলি, আমাদের সমাজের যেসব লোক জেনে বা না জেনে পাপ করে দিশেহারা হয়ে ভাবছে আমার জন্য মনে হয় সংশোধনের কোনো পথ খোলা নেই, এ হাদীস তাদের সংশোধনের পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে, তাহলে এর বেশি বেশি প্রচার করা উচিত। মানুষ যতো বড় অন্যায় করে থাকুক না কেন, যখনই সে সঠিক পথে আসতে চাইবে তখনই তার জন্য পথ খোলা রয়েছে। সে খাটি মনে তাওবা করলে তার সকল অন্যায়ই ক্ষমাযোগ্য।

মানজুরুল হক, উত্তর খান, ঢাকা

প্রশ্ন-৩৫: অনেকে বলেন, ইচ্ছা করে দাড়ি না রাখলে বা কেটে ফেললে কবীরা গুনাহ হয়। আবার লোক দেখানো দাড়ি রাখলে নাকি হবে না, একমুষ্ঠি হতে হবে। আসলে সঠিক নিয়মটি কি? দাড়ি কেটে ফেললে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কলিজার ওপর আঘাত করা হয়– এ কথাটি কি ঠিক? আমার প্রচুর এলার্জির সমস্যা থাকায় দাড়ি একটু বড় হলেই প্রচণ্ড চুলকায় এবং অনেক অস্বস্তি বোধ হয়। ঠিক তখনই আমি দাড়ি কেটে ফেলি। স্মার্টনেস এর জন্য না। এমন অবস্থায় দাড়ি কাটলে কি গুনাহ হবে কি না এবং সেটা কবীরা গুনাহের পর্যায়ে পড়বে কিনা?

উত্তর : দাড়ি রাখা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইসলামী বিধান। এ নির্দেশকে কেউ বলেছেন ওয়াজিব, আবার কেউ বলেছেন সুন্নাত। দাড়ির ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোর সারমর্ম হলো তোমরা দাড়িকে লম্বা করো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা গোঁফ ছোট কর এবং দাড়িকে ছেড়ে দাও"। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪৪৩। অপর বর্ণনায় বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের বৈপরীত্ব করো। তারা গোঁফ বড় করে এবং দাড়ি ছোট করে। কাজেই তোমরা দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ ছোট করো। দাড়ি না রাখার ফলে যে অপরাধগুলো হয়ে থাকে তা হলো, (ক) নারীদের সাথে সাদৃশ্যতা অর্জন, (খ) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান লঙ্ঘন, (গ) এ সুন্নাতের বিরুদ্ধাচারণ এবং (ঘ) ইয়াহুদী-নাসারাদের অনুকরণ। দাড়ি কেটে ফেললে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কলিজার ওপর আঘাত করা হয়– এরূপ কোন কথা কুরআন-হাদীসের কোথায়ও নেই। দাড়ি রাখলে এলার্জির সমস্যা হয় বলেছেন, আমার মনে হয় প্রথম কয়েকদিন আপনার এরূপ অবস্থা হতে পারে। পরে সেটা ঠিক হয়ে যাবে। আশা ও ভয় এ দু'টির সমন্বয়ে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আজকে যদি বিধান থাকতো, যে দাড়ি রাখবে না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগুন এসে তাকে জ্বালিয়ে দিবে তাহলে সেটাকে ভয় করে যেভাবে প্রতিটি মানুষ দাড়ি রাখতো সেভাবেই আমাদের আল্লাহ্র বিধান মানা উচিত। এলার্জির ব্যাপারে আপনি ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।

মরয়াম বেগম, উত্তরা, ঢাকা

প্রশ্ন-৩৬: হাদীস থেকে জানা যায়, উম্মাতে মুহাম্মাদী ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে কেবল একটি দলই সঠিক পথে আছেন। এদিকে প্রত্যেক দলই দাবী করেন যে, তারাই সঠিক দল। সাধারণ মানুষ কিভাবে সঠিক দল চিনবে?

উত্তর: সঠিক দল কারা সেটাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসেই বলে দিয়েছেন, যারা রাসূলুল্লাহ ও সাহাবাদের পদাংক অনুসরণ করে তথা কুরআন ও সঠিক সুন্নার প্রকৃত অনুসারী। সাধারণ মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করবে কারা কুরআন ও সঠিক সুন্নার প্রকৃত অনুসারী। যাদের মাঝে এ গুণ পাওয়া যাবে তাদের অনুসরণ করবে। মূলত ইসলামী জ্ঞান সকলকেই হাসিল করতে হবে এবং ইসলামি চরিত্রও সকলকে অর্জন করতে হবে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের বিকল্প কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি

বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতোদিন এগুলোকে আঁকড়ে ধরবে ততোদিন পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীর সুন্নাত। মুআত্তা মালিক, হাদীস নং ৩৩৩৮। এ দু'টোকে পাথেয় বানিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন-৩৭: মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখলে সেটা জানার কোনো বৈধতা আছে কি? স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বলিত কোনো বই পড়া কি জায়িয? চল্লিশা করার কোনো বৈধতা আছে কি? জানালে ধন্য হবো।

উত্তর : কোনো ভালো স্বপ্ন দেখলে তা একান্ত প্রিয়জনকে বলার বৈধতা রয়েছে এবং তা দেখার পর আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আল্লাহ্‌র নিকট এর কল্যাণকর দিকটি চাওয়া উচিত। আর কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখলে সেটা জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। বাম দিকে তিনবার থু থু করে এর অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে হ্যাঁ এমন কোনো বিজ্ঞ লোক যদি পাওয়া যায় যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানেন তাহলে এরূপ লোকের নিকট ব্যাখ্যা জানার বৈধতা রয়েছে। যেমনটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বলিত বই পড়া জায়িয। চল্লিশা পালন করার পক্ষে শরয়ী কোনো দলীল নেই। এটা থেকে বিরত থাকতে হবে।

মুহাম্মাদ জুনায়েদ, বরিশাল

প্রশ্ন-৩৮: নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে অথবা শাস্তি সহ্য করতে না পেরে বা ইজ্জত-সম্মান নষ্ট হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য যদি কেউ আত্মহত্যা করে তবে তার বিধান কি?

উত্তর : অত্মহত্যা ইসলামে হারাম এবং নাজায়েয। নিজের জীবনের মালিক কেউই নিজে নন। আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনের হক নষ্ট করা হয়। এটি মারাত্মক গুনাহের কাজ। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অতি দয়াবান"। সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে নিজেকে কোনো কিছু দ্বারা হত্যা করলো তাকে তা দিয়ে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে"। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭০০। জীবনের প্রতি অনীহার কারণে অথবা নির্যাতনকারীদের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য বা নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করাও একই অপরাধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে এক লোক হাতের ক্ষতের কারণে অতিষ্ট হয়ে ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, বান্দাহ আমাকে অতিক্রম করে নিজের জান নিজেই নিয়ে নিয়েছে। আমি তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিলাম। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬৩। এতে সুস্পষ্ট যে, কোনো কিছুতে অধৈর্য হয়ে আত্মহত্যা করাও হারাম। ঈমানের দাবী হলো, ঈমানদার ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করবে এবং তার কাছেই সাহায্য চাইবে। তবে হিতাহিত জ্ঞান হারা হয়ে বা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যদি এ কাজটি করে ফেলেন তার বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়। এ ধরনের ব্যক্তির ওপর শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন-৩৯: হজ্জে তাওয়াফ করার সময় অনেক দেশের লোকজনকে দেখেছি তারা সমস্বরে জোরে জোরে দোয়া পড়ে এবং দল বেঁধে চলে। বিশেষ করে যিনি দলের নেতৃত্ব দেন তার চিৎকারে পাশে যারা থাকেন তাদের অসুবিধা হয়। এমনভাবে তাওয়াফ করা কি ইসলাম সম্মত?

উত্তর : তাওয়াফের বিধান হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে তাওয়াফ করতে হবে। দ্বিতীয়ত এমনভাবে উচ্চস্বরে দোয়া পড়া যাবেনা যাতে করে পাশের লোকদের মনোযোগ নষ্ট হয় বা অসুবিধা হয়। সুতরাং যে পদ্ধতির কথা আপনি বললেন এ নিয়ম ইসলাম সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন, "তোমারা তোমাদের রবকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে চুপিসারে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি বাড়াবাড়ি-কারীদেরকে পছন্দ করেন না"। সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ৫৫। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একটি দল হবে যারা দু'আয় খুব বাড়াবাড়ি করবে।" তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৪৮২, হাদীসটি হাসান সহীহ। হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিতে হবে। তিনি উল্লিখিত নিয়মে হজ্জ করেননি।

প্রশ্ন-৪০: যে সমস্ত জায়নামাযে কাবা ঘর বা মক্কা শরীফের ছবি আঁকা আছে যেগুলোতে সালাত আদায় করা বৈধ কি?

উত্তর: জায়ানামাযে মক্কা শরিফের ছবি থাকলেও তাতে নামায হবে। তবে জায়নামাযে মক্কা ও মদীনার ছবি, কা'বার ছবি বা মসজিদের ছবি না থাকাই সঙ্গত। সে ছবির কারণে যদি সালাতে মনোযোগের বিগ্নতা ঘটে তাহলে তাতে সালাত মাকরূহ হয়ে যাবে। এরূপ কিছু হলে এ ধরণের জায়নামায বর্জন করতে হবে। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কালো চাদরে সালাত আদায় করছিলেন যার মধ্যে ডোরা দাগ ছিল। সালাত অবস্থায় তিনি দাগের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। সালাত শেষে তিনি বললেন, তোমরা আমার এ চাদরটি আবু জাহমের

নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার নরমাল চাদরটি নিয়ে আস। কেননা এ চাদরটি এই মাত্র আমাকে আমার সালাত থেকে গাফিল করে দিয়েছিল। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৩।

আপনিও প্রশ্ন পাঠাতে পারেন

প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা : মাসিক জিজ্ঞাসা, বাড়ী নং-১৫, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর-৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন এই নম্বরে ০১৭৩৩-০৬৭২৬৩

অথবা ই-মেইলে করুন

monthlyjiggasha@yahoo.com, Web: www.jiggasha.com

বিকাশ একাউন্ট : ০১৯১৬ ২৯ ০৯ ২৭